গণআন্দোলনকে অভ্যুত্থানে পরিণত করুন ▪ শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি-জামাতের নির্বাচন বানচালের সকল ষড়যন্ত্র ছিন্নভিন্ন করে স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করার মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিএনপি-জামাত জোট দুর্নীতি, লুটপাট, খুন, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও দলীয়করণসহ সীমাহীন অপকর্মের কারণে ব্যাপক জনরোষের সম্মুখীন হয়েছে। এই জনরোষ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বে নিয়োজিত দলীয় রাষ্ট্রপতিকে ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করছে এবং নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনসহ ১৪ দলের ১১ দফা করণীয় প্রস্তাব বাস্তবায়নে বাধা দিয়ে দেশকে দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভোগের মধ্যে নিক্ষেপ করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। বিএনপি-জামাত জোটের এই দীর্ঘ স্থায়ী দুর্ভোগের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য লাগাতার অবরোধের সাময়িক কষ্ট আমাদের স্বীকার করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে চলমান গণআন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য দল মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের প্রতি তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, আগামী নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয় জেনে বিএনপি-জামাত জোট নির্বাচন বানচালের অসদুদ্দেশ্যে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের ঘৃণ্য পথ বেছে নিয়েছে। তিনি গতকাল বুধবার সকালে অবরোধ চলাকালে জাতীয় পার্টির মিছিলে জামাত-শিবির জঙ্গিদের হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী কোনো বিশেষ শক্তি বা গোষ্ঠীর ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে এবং দেশকে দীর্ঘস্থায়ী সংকট ও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে না দিয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বে নিয়োজিত রাষ্ট্রপতির প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনসহ ১৪ দলের ১১ দফা করণীয় বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি সর্বাত্মকভাবে সফল করার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি অভিনন্দন জানান এবং ১১ দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ৬ মুসলিম দেশের উদ্বেগ

বাংলাদেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ৬টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রদূত। গতকাল সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ১৪ দলের সমন্বয়ক আব্দুল জলিলের বাসভবনে তার সঙ্গে দেখা করে তারা এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

সাক্ষাতের পর এক সংক্ষিপ্ত প্রেসবিফিঙে আব্দুল জলিল সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

ঢাকার ডিপোমেটিক কোরের ডিন তুরস্কের রাষ্ট্রদূত ফেরিক এরগিনের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের অন্যরা হলেন ইরানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ মাহাদি এবাদি, ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত শাহেদ আবু ইয়াদি, পাকিস্তানের হাইকমিশনার আলমগীর বাশার খান বাবর, মিসরের রাষ্ট্রদূত ইসমাইল আবেদ আল রাহমান গানিম হোসেন এবং আফগানিস্থানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আল মাল গনি।

জানা গেছে, রাষ্ট্রদূতগণ বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রদূতগণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূতদের বিএনটি-জামাত সরকারের সময়ে সংঘটিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতা ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের ভিত্তিতে নির্মিত ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, কাজী জাফর উলাহ, আন্তর্জাতিক সম্পাদক সৈয়দ আবুল হোসেন, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও বিশিষ্ট কূটনীতিক ফারুক চৌধুরী, সাবেক রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন প্রমুখ।

ভাষণ রহস্যজনক, অবরোধে আজ বিজয় উৎসব ▪ আবদুল জলিল

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণকে অস্পষ্ট, ভাসা ভাসা এবং রহস্যজনক হিসাবে আখ্যায়িত করেছে আওয়ামী লীগসহ চৌদ্দ দল।

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের দাবিতে চলমান অবরোধ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে চৌদ্দ দলের সমন্বয়ক আবদুল জলিল বলেছেন, আজকের (বৃহস্পতিবার) অবরোধ বিজয় উৎসবে পরিণত হবে। চৌদ্দ দলসহ যুগপৎ আন্দোলনে থাকা সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আজ আলোচনা করে আন্দোলনের পরবর্তী বিস্তারিত কর্মসূচী চূড়ান্ত করা হবে।

বুধবার রাতে রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর সুধা সদনে শেখ হাসিনার সঙ্গে অন্যান্য নেতার বৈঠক শেষে এক আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় আবদুল জলিল এ কথা বলেন। তবে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেয়ার আগে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলকে নিয়ে আবদুল জলিল বঙ্গভবনে গিয়ে উপদেষ্টামণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শ সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের দাবি জানান। কারোর সঙ্গে আলোচনা না করে একতরফাভাবে দু'জন নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংবিধান সম্মত নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠনের আধা উদ্যোগ জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। রাত পৌনে দশটা থেকে ১১টা পাঁচ মিনিট পর্যন্ত আবদুল জলিল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ ও আসাদুজ্জামান নূর উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক শেষ করেই আবদুল জলিল সুধা সদনে গিয়ে শেখ হাসিনার কাছে বিস্তারিত বৈঠকের ফল জানান। রাতে জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর রাত সাড়ে ১২টায় চৌদ্দ দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানান আবদুল জলিল। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ রহস্যজনক। তবে সিইসি বিচারপতি আজিজের ছুটিতে যাওয়া জনগণের বিজয়, আন্দোলনের বিজয়। তিনি বলেন, জনগণের প্রথম বিজয় অর্জিত হয়েছে বিচারপতি হাসানের সরে যাওয়ার মাধ্যমে। দ্বিতীয় বিজয় অর্জন হয়েছে বিচারপতি আজিজের সরে যাওয়ার মাধ্যমে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেছেন যে প্রশাসন রদবদল করেছেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রশাসনিক সংস্কারের এই দাবি তথ্যনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ নয়। তিনি মুখচেনা দলীয় ব্যক্তিদের অদলবদল করেছেন। খালেদা জিয়ার রেখে যাওয়া নীলনকশার প্রশাসন এখনও বহাল রেখেছেন।

আবদুল জলিল বলেন, নির্বাচন কমিশনে বিতর্কিত ব্যক্তিরা রয়েছে। এদের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। নির্বাচন কমিশন পূর্ণাঙ্গ পুনর্গঠনের বক্তব্যও স্পষ্ট নয়। পূর্ণাঙ্গভাবে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের দাবি পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য রাষ্ট্রপতির এই ঘোষণা যথেষ্ট নয়। আমাদের অবরোধ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। তবে আন্দোলনের পরবর্তী বিস্তারিত কর্মসূচী আজ চৌদ্দ দল ছাড়াও রাজপথে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা সকল দলের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে।

ব্রিফিংকালে জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ, সালমান এফ রহমান, অসীম কুমার উকিল, মমতাজ হোসেন, এস এম কামাল হোসেন, ড. আওলাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে উৎসব, গভীর রাতে বিজয় মিছিল

বিতর্কিত প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজ সরে যাচ্ছেন- এমন খবর প্রচারিত হওয়ায় গতকাল বুধবার সকাল থেকেই বঙ্গবন্ধু এভিনিউসহ পল্টনে ১৪ দলের অবরোধ কর্মসূচির সমাবেশের এলাকাগুলো ছিল উৎসবমুখর। রাতে

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে সিইসি আজিজের ছুটিতে যাওয়ার খবর নিশ্চিত হওয়ার পরে ১৪ দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে বিজয় উৎসবের আমেজ বেড়ে যায়। গভীর রাত পর্যন্ত পুরো এলাকায় নেতাকর্মীদের উৎসাহের কমতি ছিল না। পল্টন এলাকা ছাড়াও রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে ১৪ দলের নেতাকর্মীদের 'হৈ হৈ রৈ রৈ আজিজ গেল কৈ' স্লোগান দিয়ে মিছিল করতে দেখা যায়।

এর আগে রাত ১১টায় ১৪ দল ঢাকা মহানগর শাখার বিজয় মঞ্চ থেকে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ঘোষণা দেন ১১ দফার পূর্ণ বাস্তবায়ন ছাড়া দল রাজপথ ছাড়বে না, অবরোধ চলবে।

অন্যদিকে জিরো পয়েন্টে কেন্দ্রীয় যুব সংগ্রাম পরিষদের মঞ্চ থেকে রাত পৌনে ১১টায় নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দিয়েছেন, আগামী শুক্রবারের মধ্যে ১১ দফার পূর্ণ বাস্তবায়ন না হলে আগামী শনিবার বঙ্গভবন ঘেরাও করবে যুব সংগ্রাম পরিষদ।

শর্তসাপেক্ষে ছুটি নিলেন আজিজ

অবশেষে শর্তসাপেক্ষে ৩ মাসের ছুটিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এমএ আজিজ। শর্তানুযায়ী ছুটিকালীন সময়ে তিনি দেশেই থাকবেন এবং সিইসি হিসেবে সকল রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধাসহ তার সার্বিক নিরাপত্তা দেবে সরকার। একই সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে আরো দুজন নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত রাতে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ এ কথা জানিয়েছেন।

৬৭টি জীবন লেগেছে সিইসিকে ছুটিতে রাজি করাতে

অবশেষে ছুটি নিতে রাজি হলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বিচারপতি এমএ আজিজ। তিনি এটা করেছেন ৬৭টি অমূল্য জীবনের বিনিময়ে। তাকে বিদায় দিতে দেশে ১০ দিন অবরোধ সৃষ্টি করতে হয়েছে। এ সময় রাজধানীসহ দেশের বিভিন্নস্থানে আহত হয়েছেন সহস্রাধিক মানুষ। কেবল অর্থনীতির ক্ষতি নয়, ভোটার তালিকা তৈরি করার কাজে প্রায় একশ কোটি টাকা সরাসরি অপচয়ের কারণও বিচারপতি আজিজ। কেবল জানমালের ক্ষতি নয়, চরম অবস্থায় বিদায় নিতে বাধ্য করার জন্য দেশি-বিদেশি বিভিন্ন মহলের ইশারা-ইঙ্গিত, অনুরোধ উপেক্ষা করেছেন বিচারপতি আজিজ। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, দাতা সংস্থা এবং বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধিরা দফায় দফায় তার সঙ্গে দেখা করে প্রায় ক্ষেত্রেই আস্থাহীনতার কথা জানিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা মিডিয়ার কাছেও প্রকাশ করেছেন তারা।

Z_¨mÎt ``wbK Avgv‡`i mgq, b‡f¤i 23, 2006

কাজী জাফরসহ ৩০ নেতাকর্মী আহত

জাতীয় পার্টির সমাবেশে শিবির ও ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলা

ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডারদের হামলায় আহত হয়েছেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর আহমদসহ সংগঠনের কমপক্ষে ৩০ নেতাকর্মী। আহতদের মধ্যে ৭ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে বিজয়নগরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ চলাকালে সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপি নেতা আমানউল্লাহ আমান, সাবেক সাংসদ নাসিরউদ্দিন পিন্টু ও নাজিমউদ্দিন আলমের উপস্থিতিতে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এ সময় জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের সঙ্গে ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডারদের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া এবং ইট-পাটকেল নিক্ষেপে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলা ওই সংঘর্ষের সময় শিবির ও ছাত্রদল ক্যাডারদের হাতে ছিল লাঠিসোটা এবং লোহার রড। অনেকে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের ধাওয়া করে।

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাজধানীতে চারদলীয় জোটের ছাত্র সংগঠনগুলোর মোর্চা সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গজারি লাঠি ও লোহার রড হাতে মিছিল করলেও পুলিশ ছিল নির্বিকার।

জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেছেন, পুলিশের ছত্রছায়ায় শিবির ও ছাত্রদল ক্যাডাররা তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। পরে পুলিশ আবার তাদের নেতাকর্মীদের লাঠিপেটা করে। হামলার প্রতিবাদে জাতীয় পার্টি আজ বৃহস্পতিবার ঢাকাসহ সারাদেশে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দিয়েছে।

জানা গেছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ ও নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দাবিতে পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় পার্টি বিজয়নগরে পার্টি অফিসের সামনের রাস্তায় বেলা ১১টা থেকে সমাবেশ শুরু করে। এর আগে রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীরা সেখানে হাজির হন। ট্রাকের ওপর অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে শুরু হয় বক্তৃতা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, দুপুর সোয়া ১টার দিকে সাবেক মন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান, সাবেক সংসদ সদস্য নাসিরউদ্দিন পিন্টু ও নাজিমউদ্দিন আলমের নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ব্যানারে একটি মিছিল ওই সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় জাতীয় পার্টির সমাবেশে হামলা চালানো হয়। ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডাররা এ সময় ইট-পাটকেল ও লাঠিসোটা নিয়ে জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে আহত হন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ, যুব সংহতির কেন্দ্রীয় সভাপতি লিয়াকত হোসেন খোকা, জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল কাদের ভূঁইয়া, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক শেখ আলমগীর, প্রচার সম্পাদক রিন্টু আনোয়ার, জাতীয় পার্টি নেতা বিএম ফারুক আলম, সাবের হোসেন, আমির উদ্দিন আহমেদ, আবদুস সাত্তার, আমির উদ্দিন আহমেদ, গাজী এমএ সালাম, বেলাল ও স্বপনসহ কমপক্ষে ৩০ নেতাকর্মী।

ঘটনার সময় মতিঝিল জোনের ডিসি মঞ্জুর মোর্শেদ ও রমনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মিছিলের আগে-পিছে থাকলেও তারা প্রথম দিকে নীরব ভূমিকা পালন করে। পুলিশের সামনেই শিবির ও ছাত্রদল ক্যাডাররা ট্রাকের ওপর তৈরি অস্থায়ী মঞ্চ ও চেয়ার ভেঙে ফেলে। ভাংচুর করে সমাবেশে ব্যবহৃত মাইক। প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলা এ সংঘর্ষের সময় পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আতংক। পরে সংঘর্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করলে পুলিশ ও র‌্যাব সদস্যরা উভয় পক্ষের মাঝখানে অবস্থান নেয় ও ধাওয়া করে।

সোয়া ২টার দিকে আবার জাতীয় পার্টি সমাবেশের কাজ শুরু করে। মহানগর জাতীয় পার্টির সভাপতি সৈয়দ আবু হোসেন বাবলার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রেসিডিয়াম সদস্য হাজী জাফর আহমদ, মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার, এমএ সাত্তার, এমএ হান্নান, তাজুল ইসলাম চৌধুরী, গোলাম হাবিব দুলাল, গোলাম কিবরিয়া টিপু, এসএমএম আলম, এমএ আওয়াল প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, শান্তিপূর্ণ সমাবেশে সম্পূর্ণ বিনা উস্কানিতে বিএনপি-জামায়াত হামলা চালিয়েছে। এই হামলার মাধ্যমে বিএনপি-জামায়াত জোটের ফ্যাসিস্ট চেহারা ফুটে উঠেছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, এই হামলার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, বিএনপি-জামায়াতের পায়ের নিচের মাটি সরে গেছে। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ আন্দোলনরত শক্তিগুলোর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রত্যয় ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে জাতীয় পার্টির সমাবেশে হামলার প্রতিবাদে আজ বিকাল ৩টায় ঢাকাসহ সারাদেশে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবশের ঘোষণা দেয়া হয়।

Z_¨mÎt ``wbK hMvši, b‡f¤i 23, 2006

বগুড়ায় ভয়াবহ নৃশংসতা

যুবলীগ কর্মী সন্দেহে যুবদল নেতাকে পিটিয়ে হত্যা : লাশ নিয়ে উলাস

বগুড়া শহরের সাতমাথায় পুরনো প্রেস ক্লাব চত্বরে বুধবার দুপুরে শিবির ও ছাত্রদলের সমাবেশে ককটেল হামলা চালানোর সঙ্গে জড়িত সন্দেহে যুবদল নেতা মোহন শেখকে (২২) প্রকাশ্যে পিটিয়ে ও ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার পর লাশ ঘিরে আনন্দ-উল্লাস করা হয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল-শিবির নেতাকর্মীরা সপ্তপদী মার্কেটে হামলা

চালিয়ে কয়েকটি দোকান ভাংচুর ও এক যুবককে আটক করে পুলিশে দেয়। এছাড়া যুবলীগ নেতাকর্মী সন্দেহে পথচারীদের ধাওয়া করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুর ১২টার দিকে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি খাদেমুল ইসলামের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সমাবেশ চলছিল। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কে বা কারা সপ্তপদী মার্কেটের ওপর থেকে ওই সমাবেশ লক্ষ্য করে ৪/৫টি ককটেল নিক্ষেপ করে। প্রচণ্ড শব্দে ককটেলগুলো বিস্ফোরিত হলে পথচারীরা আতংকে ছোটাছুটি করতে থাকেন। তখন সমাবেশের মাইক থেকে এ হামলার জন্য ১৪ দলকে দায়ী করে সপ্তপদীসহ কয়েকটি মার্কেট ঘেরাও করার নির্দেশ দেয়া হয়। বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা সপ্তপদী মার্কেটের মধ্যে ঢুকে কয়েকটি দোকান ভাংচুর করে। হামলাকারীদের ছুরিকাঘাতে দোকান কর্মচারী আলমগীর (২৫) আহত হন। এছাড়া স্টেশন রোডে যুবলীগ কর্মী সন্দেহে রামদা উঁচিয়ে এক যুবককে ধাওয়া করা হয়।

এ সময় সপ্তপদী মার্কেট থেকে নামতে গিয়ে যুবদল গোয়ালগাড়ী আঞ্চলিক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মোহন শেখ ছাত্রদল-শিবির কর্মীদের হাতে ধরা পড়ে। তাকে মার্কেটের দক্ষিণ পাশে নিয়ে বেধড়ক মারধরের পর গলায় ছুরিকাঘাত করা হয়। প্রচুর রক্তক্ষণে ঘটনাস্থলেই মোহনের মৃত্যু হয়। তখন হত্যাকারীরা লাশের পাশে আনন্দ-উল্লাস করে। পরে পরিচয় জানার পর তাকে মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। নিহত মোহন শহরে সুলতানগঞ্জপাড়ার আজাদ শেখের ছেলে। তার মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

Z_¨mÎt ``wbK hMvši, b‡f¤i 23, 2006

সিনিয়রিটির ভিত্তিতে পদোন্নতি চেয়েছেন বঞ্চিত কর্মকর্তারা

পদোন্নতিবঞ্চিত ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা (ওএসডি) সিনিয়রিটির ভিত্তিতে যুগ্ম সচিবদের বিভাগীয় কমিশনার, উপসচিবদের জেলা প্রশাসক এবং সিনিয়র সহকারী সচিবদের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

শতাধিক পদোন্নতিবঞ্চিত ও ওএসডি কর্মকর্তা গতকাল বুধবার দুপুরে প্রশাসন সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ধীরাজ কুমার নাথের সঙ্গে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়স্থ কার্যালয়ে দেখা করে এ দাবি জানান।

তারা উপদেষ্টাকে জানান, সাবেক জোট সরকার বিগত পাঁচ বছরে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে আইন ও নিয়মনীতি ভঙ্গ করে শত শত কর্মকর্তাকে অপসারণ ও ওএসডি করে কর্মহীন অবস্থায় বসিয়ে রাখে। গত পাঁচ বছরে যেসব কর্মকর্তা সাবেক সরকারের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে একটার পর একটা প্রাইস পোস্টিং ও পদোন্নতি বাগিয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদেরই তাদের পছন্দ মতো জায়গায় পদায়ন করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পদ থেকে শুরু করে ডেস্ক পর্যায় পর্যন্ত বিশেষ ভবনের লোক বসে আছেন। সে কারণে ঐ বিশেষ ভবনের নির্দেশনা অনুযায়ীই তারা লোক দেখানো বদলি বদলি খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তারা আরো জানান, সাবেক জোট সরকার প্রশাসন ক্যাডারের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইতিমধ্যে সে অবস্থার বিন্দুমাত্রও উন্নতি ঘটাতে পারেনি। যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ প্রশাসন গড়ে তুলতে না পারে, তাহলে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা জনরোষে পড়ে লাঞ্ছিত হবেন। তারা অবিলম্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ডেস্ক পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাকে বদলি করার জন্য উপদেষ্টার প্রতি অনুরোধ জানান।

Z_¨mÎt ``wbK †f‡ii KvMR, b‡f¤i 23, 2006

বাংলাদেশ বেতারে হাওয়া ভবন ঘনিষ্ঠজনের নিয়োগ বাণিজ্য

বাংলাদেশ বেতারে হাওয়া ভবনের ঘনিষ্ঠজনদের নিয়োগ বাণিজ্য এখনও চলছে। বেতারের ৫৯ নিজস্ব শিল্পী নিয়োগের নামে সর্বশেষ নিয়োগ বাণিজ্যের চূড়ান্ত মহড়া অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শুক্রবার।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, হাওয়া ভবনের দাপটে চলা এক পরিচালক উর্ধতন কর্মকর্তাদের না জানিয়ে তাঁর একক সিদ্ধান্তে নিয়োগ দিচ্ছেন এই ৫৯ নিজস্ব শিল্পীকে। এ নিয়ে বেতারের অন্যান্য কর্মকর্তার মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনে এখন পর্যন্ত হাওয়া ভবনের ঘনিষ্ঠজনদের আধিপত্য থাকার কারণে কেউ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করারও সাহস পাচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, বেতারের বিধি অনুযায়ী নিয়োগ প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে মহাপরিচালক এবং প্রশাসন ও অর্থ বিভাগের দায়িত্বে থাকা পরিচালকের। কিন্তু এ দু'জনকে পাশ কাটিয়ে পরিচালক (অনুষ্ঠান) নিজের স্বাক্ষরে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এবং নিজের পছন্দমতো নিয়োগ কমিটি গঠন করে ৫৯ নিজস্ব শিল্পী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেন। এমনকি নিময় অনুযায়ী তথ্য মন্ত্রণালয় কিংবা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কোন প্রতিনিধিকেও রাখা হয়নি নিয়োগ কমিটিতে। শুক্রবার নিয়োগ পরীক্ষার দিন ধার্য করা হয়েছে।

বেতার সূত্র জানায়, পরিচালক আব্দুর রউফ বেতারে হাওয়া ভবনের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত হওয়ার কারণে তাঁর এ ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না। মহাপরিচালকও রহস্যজনক কারণে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছেন না।

একাধিক সূত্র জানায়, তড়িঘড়ি করে এই ৫৯ নিজস্ব শিল্পী নিয়োগ দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়োগ বাণিজ্য। নিজস্ব শিল্পী হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য প্রার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, ২০০৪ সালে কক্সবাজার কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক থাকাকালে আব্দুর রউফের বিরুদ্ধে বিপুল অঙ্কের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দেয়া হলেও হাওয়া ভবনের ঘনিষ্ঠজন হওয়ার কারণে এই তদন্ত ধামাচাপা পড়ে যায়। উল্টো প্রাইজ পোস্টিং দিয়ে তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রের পরিচালক (অনুষ্ঠান) পদে নিয়ে আসা হয়। এ পদে আসার পর থেকে তিনি উর্ধতন কর্মকর্তাদের পাশ কাটিয়ে নিজের পছন্দমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে থাকেন। সর্বশেষ নিজস্ব শিল্পী নিয়োগের ক্ষেত্রে আগের মতোই দাপটের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। এ ব্যাপারে পরিচালক (অনুষ্ঠান) আব্দুর রউফের মতামত জানতে চাইলে তাঁর দফতর থেকে জানানো হয়, তিনি এখন এ বিষয়ে কথা বলবেন না।

Z_¨mÎt ``wbK RbKÉ, b‡f¤^i 23, 2006

ছাত্রদল ও শিবির সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে চায়

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে চায় ছাত্রদল-ছাত্রশিবির। তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন একই পরিবারের সাবেক নেতারাও। দম্ভোক্তি করে বলেছেন, দৈনিক জনকণ্ঠ ও দৈনিক প্রথম আলো একটি দলের পক্ষ নিয়ে অসত্য সংবাদ পরিবেশন করছে। তাই প্রয়োজনে এই দুই পত্রিকাকে প্রতিরোধ করা হবে। ঘেরাও করা হবে তাদের অফিস। এছাড়াও ছাত্রদল-শিবিরে বিষোদগার থেকে বাদ যায়নি কোন প্রচার মাধ্যমই।

বুধবার বায়তুল মোকররমের উত্তর গেটে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা প্রচার মাধ্যমকে আক্রমণ করে বক্তৃতা করেন।

ছাত্রশিবির সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদের সভাপতিত্বে সমাবেশে ছাত্রদলের সাবেক নেতাদের মধ্যে আমানউল্লাহ আমান, ফজলুল হক মিলন, নাজিম উদ্দিন আলম, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, ইলিয়াস আলী, হাবিবুন্নবী সোহেল, নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু, ছাত্রদল সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল, সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু,

জামায়াতের ঢাকা মহানগর সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান, শিবির সেক্রেটারি জেনারেল জাহিদুর রহমান বক্তৃতা করেন।

সমাবেশে ঢাকার দখলবাজ খ্যাত খালেদা জিয়ার দুষ্টু ছেলে নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু প্রচার মাধ্যমের প্রতি বিষোদগার করে বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি বলেন, জনকণ্ঠ ও প্রথম আলো একটি দলের পক্ষ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয় আওয়ামী লীগ আজকেই ক্ষমতায় আসবে। প্রয়োজনে এই দুই পত্রিকাকে প্রতিরোধ করা হবে। তাদের অফিস ঘেরাও করা হবে।

পিন্টুর বক্তৃতার পর অন্য নেতারাও যথারীতি হুঙ্কার দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সংবাদপত্র অসত্য মিথ্যা সংবাদ প্রচারকের। চ্যানেলগুলো আওয়ামী লীগের সমাবেশকে বাড়িয়ে বড় করে, অন্যদিকে চারদলের সমাবেশকে ছোট করে দেখায়। আওয়ামী লীগের অবরোধে ১০/১২ জন লোক থাকলেও লাইভ প্রচার করে। চারদলের সমাবেশে হাজার হাজার লোক হলেও তা দেখায় না।

ছাত্রদল-শিবির নেতার বলেন, আওয়ামী লীগ একটি জঙ্গী সংগঠন। তাদের আগামী নির্বাচনে ২৮টি আসনও দেয়া হবে না। শেখ হাসিনাকে আর কখনওই ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না।

Z_¨mÎt ˆˆwbK RbKÉ, b‡f¤i 23, 2006